এট এ গ্লেন্স

এলেইন মেট্রো।

গত দুবছর ধরে তার পেশা একজন ট্যুরিস্ট গাইড। অন্তত ডজন খানেক পৃথিবীর বাচ্চা-মহিলা-পুরুষকে তার দুনিয়াটা ঘুরিয়ে দেখানোর কাজটা চমৎকারভাবে করেছে। চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের প্রতিটি প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব দিতে এবং তাদের হঠাৎ তৈরি হওয়া উটকো ঝামেলাগুলোও চমৎকার সামলেছে সে। মোদ্দাকথা এলেইন একজন চমৎকার ট্যুরিস্ট গাইড।

এলেইনের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনো অবস্থাতেই সে ভেঙে পড়ে না এবং সে নিজেও সেটা আশা করে না।

এই মুহূর্তে এলেইন চেয়ারম্যানের জন্যে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষার সময়গুলো সাধারণত দীর্ঘ হয়, অস্থির লাগে সবারই কিন্তু সে অপেক্ষা করার সময় আশপাশে মনোযোগ দিয়ে দেখে। এই মুহূর্তে তার শান্ত এবং স্থির থাকার এটাই একমাত্র কারণ। ক্যালেন্ডার দেখাচ্ছে আজ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০৭৬। মাত্র ছয়দিন আগে সে পঁচিশে পা রেখেছে।

ক্যালেন্ডারের পাশের আয়নায় তার চেহারা ভাসছে। হালকা সোনালি আলো তার চেহারার ফ্যাকাসে ভাবটাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে আর নীল চোখে তৈরি করেছে হালকা বাদামি রং, খয়েরি চুলে ব্লন্ডের মোহনীয়তা।

banglainternet.com

আনমনে নিজেই নিজের প্রশংসা করে এলেইন।

মনিটরে খবরের অংশে চোখ বোলায় এলেইন। এই কক্ষপথের কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর নেই। শুধু খবর একটাই চোদ্দ-নাম্বার কলোনি

তৈরি হচ্ছে। পৃথিবীতে আফ্রিকায় অনাবৃষ্টি হচ্ছে। এটাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।

একটা অনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া ব্যবস্থা অতি আদিম কল্পনার একটা। যদিও পৃথিবী আসলেই অনেক বিশাল, কয়েক লাখ উপগ্রহ মিলে একটা পৃথিবীর সমান হবে না, তাতে কী পৃথিবীতে তো আর জায়গাই নেই।

এমনকি এই যে 'গামা' এলেইন যেখানে জন্মেছে, থাকছে এখানেও অনেক মানুষ প্রায় পনেরো হাজার।

এলেইন যখন এ জাতীয় চিন্তাভাবনা করছে তখনই রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন অ্যাসেম্বলি চেয়ারম্যান "জানোস টেসলেন", গত ভোটে এই মানুষটিকেই ভোট দিয়েছে এলেইন।

'হ্যালো এলেইন, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি নাকি ?' তার প্রশ্ন।

'ঘড়ি বলছে ১৪ মিনিট, স্যার', এলেইন এর জবাব।

উঁচুস্বরে হেসে উঠেন জানোস। লম্বা চওড়া একজন মানুষ, চোখ জোড়া যেন সবসময়ই হাসছে, ঠোঁটে হাসি না থাকলেও চোখ হাসে। খয়েরি চুলে পুরনো ফ্যাশনের ক্রু কাট তার বয়স কিছুটা বাড়িয়েছে।

'ভেতরে এসে বসো, এলেইন।'

ভেতরে গিয়ে বসে এলেইন। এর আগে এলেইনের চেয়ারম্যানের সাথে কখনো দেখা হয়নি। তারপরও অনেকটাই পরিচিত মানুষের মতো আচরণ চেয়ারম্যানের, ডাকলেনও নামের প্রথম অংশ ধরে। আসলে গামার মতো ছোটো উপগ্রহে প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। জানোস তার বিশাল অফিস রুমে সুইভ্যাল চেয়ারে বসেন।

'তুমি চোদ্দ মিনিটের কথা বলেছ ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছ বললেই তো হল, তাই না ?'

'আমার মনে হয় ছোট্ট ব্যাপারগুলোতেও গুরুত্ব দেয়া উচিৎ', এলেইনের গম্ভীর জবাব।

'ভালো, এ কারণেই তোমাকে আমার দরকার। তোমার দাদা-দাদি তো পৃথিবীর আমেরিকা থেকে এসেছে, তাই না ?'

'জ্বী, স্যার।'

'তার মানে হল তুমি আমেরিকান, তাই না ?

পৃথিবীর ইতিহাস আমি কলেজে পড়েছি তাতে আমেরিকার ইতিহাসও ছিল কিন্তু আমি একজন গামার মানুষ।'

'তা তো অবশ্যই, তুমি তাই, কিন্তু তুমি গামার একজন বিশেষ মানুষ যে আমাদের সম্ভবত বাঁচাতে যাচ্ছে।'

'বুঝতে পারছি না।' এলেইনের ভ্রু কুঁচকে যায়।

'বলছি, তুমি তো আমেরিকান বংশধর তুমি নিশ্চয়ই জানো পৃথিবীর আমেরিকা ১৭৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, এ বছর আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তি হবে।'

'আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্র ১৩টা আলাদা রাজ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে। চাঁদের কক্ষপথে তেরোটা আলাদা আলাদা উপগ্রহ আছে তার মধ্যে আটটা এখানে L-5 অবস্থানে চাঁদের সাথে একই সমান্তরালে আর পাঁচটা L-4 অবস্থানে, চাঁদের পেছনে।

'জ্বী স্যার, চৌদ্দ নম্বর তৈরি হচ্ছে L-4 অবস্থানে।'

এই কক্ষপক্ষের আলাদা আলাদা তেরোটা উপগ্রহ খুব দ্রুত তৈরি করা হয়েছে এবং এখন চৌদ্দ নম্বর। ওটার নাম "জি" তৈরি করা হচ্ছে। "জি" তৈরি করার গতি কিন্তু কমিয়ে আনা হয়েছে। তাতে করে ২০৭৬ সাল পর্যন্ত তেরোটা আলাদা দুনিয়া হবে, বারোটাও না, চৌদ্দটাও না, কেন তা কী বুঝতে পারছ ?'

'কুসংস্কার', খুব শুকনো গলায় এলেইন বলে।

'তোমার মেধার তীক্ষ্ণতা সত্যি কাটে, আমি যদিও ব্যথা পাইনি। ব্যাপারটা কুসংস্কার না। এটা অনেকটা মানুষের আবেগের সুবিধা নেয়। যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে পৃথিবীর সচচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। তারা যদি কক্ষপথে থাকা উপগ্রহগুলোর স্বাধীন একটি জোটের ব্যাপারে ভোট দেয় তাহলে এ বছরই সেরা একটা সময়। এ বছর তাদের স্বাধীনতার তিনশো বছর পূর্তি তার উপর এখন কক্ষপথেও তেরোটাই উপগ্রহ। সম্ভাবনাটাকে তো উড়িয়ে দেয়া যায় না তাই না ?'

'এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হতেও পারে।'

'আমাদের জন্যে স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থ ফেডারেশন খুবই রক্ষণশীল তারা আমাদের মহাশূন্যে আলাদাভাবে বাড়াতে দিতে একদম রাজি নন। আমরা যদি পৃথিবীর

banglainternet.com

সাথে আর না আটকে থাকি তাহলে কক্ষপথের প্রতিটি আলাদা কলোনি নিজ নিজ অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলো খুব শক্তভাবেই সামলাতে পারবে। আমরা তখনই এই চাঁদের কক্ষপথের সীমিত জায়গা ছেড়ে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে বড় গ্রহবলয় তৈরি করতে পারব। তখন আমরাই হব মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শক্তি। তুমি কী বলো ?'

'যারা ব্যাপারটা জানে তারা সবাই এমনই ভাববে নিশ্চয়ই।'

আমাদের ভাগ্য আমাদের খুব একটা সাহায্য করছে না। পৃথিবীতে বেশ বড় একটা শক্তি আমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষে। যদিও প্রতিটি উপগ্রহের মানুষই স্বাধীনতার স্বপক্ষে কিন্তু তাদের সবাই উপগ্রহগুলোর জোটের ব্যাপারে একমত নন।

'অন্য উপগ্রহের জনগণ সম্বন্ধে তোমার মতামত কী এলেইন ? তাদের সাথেই তো তোমার কাজ করতে হয়।'

'জনগণ তো জনগণই স্যার। তাদেরও চিন্তা করবার আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। মাঝে মাঝে তাদের আমার কিছুটা নির্দয় মনে হয়।'

'ঠিক তাই, নির্দয়। তাদের কাছেও নিশ্চয়ই আমাদের নির্দয় মনে হয়। এমনো হতে পারে জোট তো দূরে থাক আমাদের স্বাধীনতার ব্যাপারটাও তাদের কাছে একটা বাজে চিন্তা। এলেইন এই মুহূর্তে অন্তত জোটের ব্যাপারটা তোমার উপর নির্ভর করছে।'

'আমাকে ঠিক কী করতে হবে, স্যার ?'

'পৃথিবীর যারা আমাদের স্বাধীনতা বিরোধী তারাও এই উপগ্রহগুলোর মাঝে শত্রুতার ব্যাপারটা জানে তারা চায় এটা আরো বাড়ুক। উপগ্রহগুলোর মাঝে জোট বাধতে সবচেয়ে সক্রিয় হচ্ছে "গামা", এখানকার মানুষরাও তাই এখানে যদি খুব বড়ো ধরনের স্যাবোটাজ হয় এবং দেখান যায় যে তার জন্যে দায়ী অন্য কোনো উপগ্রহের মানুষ তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় ? আমাদের গামার জনগণও তখন জোটের বিরুদ্ধে কথা বলবে। আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তির বছর এই ব্যাপারটা আমাদের কাজে আমরা লাগাতে পারব না।'

'তাহলে স্যাবোটাজটা ব্যর্থ করে দিলেই তো হয়।'

'ঠিক, আমরাও তাই চাই। এটার জন্যেই তোমাকে আমাদের দরকার। পাঁচজন ট্যুরিস্ট গামাতে বেড়াতে আসছে। আসছে আরো

অনেক কিন্তু আমরা সন্দেহ করছি বিশেষ পাঁচজনকে, ওরা ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি উপগ্রহের, ওদের ব্যাপারে আমাদের সাবধান করা হয়েছে পৃথিবী থেকে। তুমি তো জানোই পৃথিবীতেও আমাদের এজেন্ট আছে।'

'সবাই জানে, আমাদের মনে হয় পৃথিবীবাসীরা ও জানে।'

জানোস একটু হেলান দিয়ে বসলেন এবারে যাতে এলেইনের দিকে ভালো করে তাকান যায়।

'তোমার এই কথা বলার ভঙ্গিটা আমার পছন্দ হয়েছে। আমাদের একজন এজেন্ট আমাদের জানিয়েছে যে পৃথিবী থেকে অত্যন্ত দক্ষ একজন খুনিকে পাঠান হচ্ছে একজন উপগ্রহ বাসিন্দা হিসেবে। তার পরিচয়টা আমাদের সে জানাতে পারেনি।'

'মেসেজটা যাচাই করতে সেই এজেন্টকে আনলেই তো হয়।'

'তা সম্ভব নয়, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তার মেসেজে আমাদের এতটুকু পেয়েছি যে পাঁচটি উপগ্রহবাসীদের মধ্যে চারজন অন্য উপগ্রহবাসী হলেও একজন ছদ্মবেশী, পৃথিবীর মানুষ।'

'তাদের পাঁচজনের ঢোকা বন্ধ করে দিন অথবা তাদের গ্রেফতার করে পুরোপুরি পরীক্ষা করলেই তো হয়।'

'এরকম কিছু করলে অন্য উপগ্রহগুলো জোটের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠবে। স্যাবোটাজ হলেও এই ব্যাপারটাই হবে। যদি ঘাতককে তুমি ধরতে পার তোমার কোনো আচরণে ভুল থাকলেও পরে উপগ্রহগুলোর কাছে তার ব্যাখ্যা দেয়া যাবে। মেসেজটাতে আসলে পরিষ্কার বলাও ছিল না যে ওই পাঁচজনের কেউ ঘাতক না।'

'আমাকে কী করতে বলেন, স্যার ?'

জানোস আবার তার চেয়ারে পিছিয়ে এসে এলেইনকে যেন একটু মাপার চেষ্টা করলেন।

'তুমি ট্যুরিস্ট গাইড। অন্য উপগ্রহবাসীদের সাথে পৃথিবীর মানুষদের সাথেও তোমাকে কাজ করতে হয়েছে। তোমার অফিস রেকর্ড বলছে তুমি দুর্দান্ত রকম বুদ্ধি রাখ মাথায়। আমি দেখব যাতে ওই পাঁচজনের ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে অফিসিয়ালি তোমাকে দেয়া হয়। তারা নিশ্চয়ই এতে না করবে না। তুমি ওদের সাথে কয়েক ঘণ্টা

banglainternet.com

কাটাবে, তোমার কাজ হচ্ছে ওদের মধ্যে কে নকল তা বের করা, অবশ্য তাদের মধ্যে নকল লোকটি নাও থাকতে পারে।'

'বুঝতে পারছি না কাজটা কীভাবে করা সম্ভব। নকল লোকটার তো খুব দক্ষ হবার কথা।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল এলেইন।

'দক্ষ লোক হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্তত যে উপগ্রহবাসী হিসেবে তাকে এখানে পাঠান হবে সে উপগ্রহবাসীদের মতো চালচলন, ব্যবহার, কথাবার্তা হবার কথা, তার কাগজপত্রেও কোনো ফাঁক থাকার কথা নয়।'

'তাহলে ?'

'কোনোকিছুই নিখুঁতভাবে করা সম্ভব না। তোমাকে খুঁত বের করতে হবে এলেইন। অন্য উপগ্রহগুলোর ব্যাপারে তুমি জান আর তোমার সবচেয়ে যে জিনিসটা জানা সেটা হচ্ছে তুমি ওদের লোকদেরও জান।

'মনে হচ্ছে না আমি পারব।'

'তুমি ব্যর্থ হলে আমাদের ভিন্ন কোনো রাস্তা দেখতে হবে হয়তো ওতে আমাদের সামরিক আক্রমণের ঝুঁকি থাকবে। তুমি ওদের সাথে থাকবার পর যদি বলো ওদের মধ্যে কেউ নকল নেই, আমরা কিছুই করব না, ভুল করলে কারো সাথে আমরা অন্যায় কিছু করব আর সে ক্ষেত্রে জানি না স্যাবোটাজ আমাদের কী পরিমাণ ক্ষতি করবে। হয়তো আমাদের জোট বাধাই হবে না। তোমার ব্যর্থ হওয়া চলবে না।'

'আমার কাজ কখন শুরু হবে ?' ঠোঁট দুটো চেপে বসে একসাথে এলেইনের।

'তারা আসবে আগামীকাল। উপগ্রহের উল্টোপাশে দুনম্বর পিয়ের-এ ল্যান্ড করবে।' তিনি বুড়ো আঙুল দিয়ে উপরের দিকে নির্দেশ করলেন অনেকটা নিজে নিজেই এলেইনের চোখ উপরে চলে গেল।

অন্যপাশ বলতে উপরেই বোঝায় অন্তত উপগ্রহের ক্ষেত্রে। গামা বা এর মতো উপগ্রহগুলোর আকৃতি অনেকটা তেলে ভাজা লুচির মতো। ভেতরের ফাঁকা প্রায় দুমাইল লম্বা এলাকায় মানুষ থাকে। এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পাড়ি দিতে হবে মাত্র সাড়ে তিন মাইল। এর উপরের ছাদ আর নিচের মেঝে তিনটে স্পোক দিয়ে জোড়া লাগান।

পৃথিবীর মানুষগুলো এই দুনিয়ার অন্যমাথা বোঝাতে গেলে খুব হাসাহাসি করে। তাদের কাছে দুনিয়ার অন্যপ্রান্ত হচ্ছে নিচে আর উপগ্রহে উপরে।

'এটা তোমাকে পারতেই হবে এলেইন।' এলেইনের ঝড়ের গতি চলতে থাকা চিন্তায় ছেদ পড়ে।

'চেষ্টা করব, স্যার।'

'তোমার ব্যর্থ হওয়া চলবে না।'

২

এলেইনের দুরুমের ছোটো অ্যাপার্টমেন্টটা তিন নম্বর সেক্টরে শিল্পচর্চা কেন্দ্রের একদম পাশেই। ছোটোবেলা থেকেই তার খুব ইচ্ছে ছিল অভিনেত্রী হবার কিন্তু গলাটাই যত ঝামেলা পাকাল। এখনো থিয়েটারের পরিবেশ তাকে স্বপ্নাতুর করে তোলে। স্রেফ গলাটা যদি ভালো হত তাহলে অভিনয়ে মেধাটুকু ঢেলে দেয়া যেত ট্যুরিস্ট গাইড হয়ে এত বড় ঝামেলার কাজটা কাঁধে চাপত না। এইসব ভাবতে ভাবতে পিয়ের টু-তে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল এলেইন। পরিচ্ছন্ন আঁটোসাঁটো ইউনিফর্মে তাকে অনেক সুন্দর লাগে। চেহরার এক ধরনের ফাঁকা ভাব আনার চেষ্টা করল এলেইন। তার মনে হচ্ছিল কোনো রকমের কৌতূহল যদি পাঁচজন ট্যুরিস্ট তাদের সম্বন্ধে দেখতে পায় তাহলে আর কিছুই জানা যাবে না। চেহারায় তদন্তকারীর ভাবটা থাকলে তো অন্তত সেই নকল মানুষটা তাকে বিপদ ভাববে। সেই মুহূর্তে তাকে মেরে ফেলার মতো ঝুঁকি নেবার মতো সাহস একটা উপগ্রহ ধ্বংস করে ফেলার সাহসযুক্ত একটা লোকের থাকার কথা। রুম থেকে বেরিয়ে উপরে চলে গেল চোখ এলেইনের। এই গামার পেটের ভেতর একটা চল্লিশতলা বিল্ডিং অবিশ্বাস্য। যেখানে সাধারণত সর্বোচ্চ বিশতলা অনুমোদন দেয়া হয় যদিও গড়পড়তা বিল্ডিংগুলো দশতলা করে। গামার ভেতরে উপরের দিক ফাঁকা রাখা হয়েছে খোলা বাতাস আর সূর্যের আলোর জন্যে। গামার উপরে ঝোলান আয়নাটা সকালের সময়ানুপাতে খোলা হচ্ছে। বিশাল আয়নাটা গামার গায়েই লাগান।

banglainternet.com

ওতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে গামার ভেতর ফেলা হয়। প্রায় নিখুঁতভাবে সময় মেপে আলোর প্রতিফলন ঘটান যায় যাতে গামার তাপমাত্রা সহনীয় মাত্রায় থাকে।

এলেইনের জন্যে পৃথিবীটা আশ্চর্য জায়গা। বইতে পড়েছে ওখানকার ঋতুবৈচিত্র্যের কথা। এই গামায় সবসময় একই ঋতুতে থাকতে থাকতে তার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে পৃথিবীতে থাকতে। বৃষ্টি তার অনেকটা গোসলের শাওয়ারের মতো, কুয়াশা ধোঁয়ার মতো একটা কিছু আর শীত গরম অনেকটা স্টিমরুমে ঠিকঠাক মতো বোতাম চাপলে বোঝা যায় কিন্তু বরফ পড়া ? বরফ পড়াটা আসলে কী ? খুব দেখতে ইচ্ছে হয় এলেইনের।

এলিভেটরে চড়ে প্রায় একমাইল উপরে উঠে আসে এলেইন। অভিকর্ষও কমতে থাকে। গামাকে প্রতি দুই মিনিটে একবার করে নিজ অক্ষে ঘুরিয়ে যে কেন্দ্রবিমুখী বল তৈরি করা হয়েছে তা গামাবাসীকে নিচে আটকে রাখে। অভিকর্ষ বল পৃথিবীর সমান। যে কোনো গামাবাসীর কাছে বাইরের প্রান্ত হচ্ছে নিচে আর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে উপরে। তাদের কাছে পৃথিবীর অপরদিক সেই কেন্দ্রবিন্দুরও উপরে।

এলিভেটরে চড়ে হাসপাতাল এলাকার পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল তার ওজন হয়ে গেল অর্ধেক। হাসপাতালে স্বল্প অভিকর্ষ হৃদরোগীদের জন্যে খুব কাজের। ওজন অর্ধেক হবার অনুভূতিটা খুব উপভোগ করে এলেইন। কলেজে পড়ার খরচ জোগাড় করতে সে হাসপাতালে নার্সের চাকরি করেছিল তখন থেকেই এ অনুভূতিটার সাথে সে পরিচিত। বিশাল বৃত্তিকার কেন্দ্র দিয়ে যখন এলিভেটর যায় তখন কেন্দ্রীয় কম্পিউটার এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কেন্দ্রে কোনো কেন্দ্রবিমুখী বল না থাকায় এখানে ওজন হয় শূন্য তখন অন্য এলিভেটরের সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকায় এ সাবধানতা। এখানেই গামার পাওয়ার স্টেশন।

এখানেই হয়তো স্যাবোটাজ হবে–ভাবতে থাকে এলেইন।

এলিভেটরটি কেন্দ্র ছাড়িয়ে উপগ্রহটির অপর প্রান্তে যেতে থাকে অভিকর্ষ বল আবারো বাড়তে থাকে। এলেইনের মনে হতে থাকে যেন সে এখন মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দিনের অভ্যাসে সে খুব সহজেই এলিভেটরের অন্যান্য যাত্রীদের মতো ডিগবাজি দিয়ে পায়ের

উপর দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ আগেই ফাঁকা এলিভেটরের সিলিং হয়ে যায় দাঁড়ানোর জায়গা। ধীরে ধীরে অভিকর্ষ বল বাড়তে থাকে এবং আগের ওজন ফিরে আসে। দরজা খুলে বের হয়ে আসে এলেইন উপগ্রহের আরেক পিঠে। এখানেই সে চাকরি করে।

৩

আজ এলেইনের একটু দেরি হয়ে গেল। এই দেরি হওয়া কিছুটা সমস্যা তৈরি করে।

অফিসে আরো তিনজন ট্যুরিস্ট গাইড তারমধ্যে দুজন মহিলা একজন পুরুষ। তারা অফিসেই ওয়ার্কশিট হাতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

এলেইনের মহিলা কলিগ মিকি বারডট তাকে প্রথম দেখে চেঁচিয়ে উঠে 'এলেইন যে !'

'আমি তো এখানেই কাজ করি', এলেইনের ভ্রু উঠে যায় উপরে।

'আমার তো মনে হয় না।' ছোটোখাটো দেখতে মহিলা মিকি এগিয়ে আসে আর কর্করটম হাইহিল স্যুতে ভর করে। মাথা থেকে অফিস ক্যাপ সরায় নার্ভাস ভঙ্গিতে। মাথার মেহগনি রঙের চুল বের হয়ে আসে ঝরনার মতো।

'তোমার ভাগে মাত্র পাঁচজন। মাত্র পাঁচ। ব্যস্ত সময় কাটবে না তোমার।'

'মাত্র পাঁচজন ?' ওয়ার্কশিট হাতে নিয়ে বলে এলেইন।

'হ্যাঁ, পাঁচজন। আমার জন্যে চৌদ্দজন, হানসের দশজন আর রোবেইরীর বারোজন। এটা কী ঠিক ? তুমিই বলো।'

'অফিসের বোধহয় আমার কাজ পছন্দ হচ্ছে না। এজন্যে অল্প কাজ দিচ্ছে। আমার বোধহয় চাকরিটা এবার চলেই যাবে।'

'তোমার চাকরি যাবে ? চাকরি চলে গেলে তোমার তো থাকার জায়গা থাকবে না তখন আমাকেই তোমার বিয়ে করতে হবে। তাই না ?' হাসতে হাসতে বলে রোবেইরী। হাসলে তার গালে টোল পড়ে তাই সবসময়ই সে হাসে।

banglainternet.com

'তোমাকে তো হৃদয়ে রেখেছি প্রিয়। সবসময়, স্রেফ আমার টাকা শেষ হলেই তোমাকে – আচ্ছা বেনজোর সাথে দেখা করেছ ? ওয়ার্কশিট তো ওই সামলায়।'

করেছি। সব বারের মতো এবারও একই কথা। বুড়ো...'

গলার ভেতরই আটকে থাকে শব্দটা মিকির।

'আচ্ছা রোবেইরী তোমার ভাগের লোকগুলো সব আলফার বাসিন্দা তার মানে ওদের বেশি আগ্রহ থাকার কথা আমাদের স্পোর্টস ফ্যাসিলিটির দিকে। এটাতে তো তুমি ওস্তাদ তাই না ? হ্যানস-এর ভাগের সবকটা এসেছে "মিউ" থেকে। ওরা মিউ-এর প্রথম প্রজন্ম। ওরা সব নতুন কিছুতেই নার্ভাস থাকার কথা। আর আমরা সবাই জানি হ্যানস-এর সবকিছুতেই বাবাসুলভ ভাব আছে বলে চলে এলেইন।'

'প্যাটারনাল আমার নামের মাঝের অংশ।' বলে হ্যানস।

'আর মিকি তোমার ভাগে সব জিটান-এর বাসিন্দা। ওরা তো আমাদের দেখতেই পারে না। তাই ওদের দরকার খুব অসহায় দেখতে ছোটোখাটো সুন্দর একজন মহিলা। তোমাকে তো কেউ ঘেন্না করে না। করে ?' বলে এলেন।

'মহিলারা করে।' মিকির গলার স্বর নরম শোনায়।

'হয়তো ঠিক। কিন্তু তোমার ট্যুরিস্টরা তো বেশিরভাগই পুরুষ মানুষ। আর আমার দেখ পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন উপগ্রহের পাঁচজন। প্রত্যেকে পুরোপুরি আলাদা আর ওদের আগ্রহের বিষয়ও আলাদাই হবার কথা। আমার মনে হয় প্রত্যেকেই ওরা ভিআইপি আর ভিআইপিদের সন্তুষ্ট করা অসম্ভব।'

এটুকু বলেই চেয়ারে হেলান দিয়ে চেহারায় এক ধরনের বিষণ্ণতা ফুটিয়ে তোলে এলেইন।

'তোমাদের কেউ যদি বদলাতে চাও আমার সাথে তো আমি রাজি', বলে এলেইন।

'আমি চাই না। ছোট্ট মুয়ানগুলোর আমাকে দরকার', বলে হ্যানস।

আলফার লোকগুলোর নিশ্চয়ই এমন কাউকে দরকার যে ফুটবল থেকে গলফ সব খেলাই জানে বলে রোবেইরী।'

'আমি তো বলিনি আমি বদলাব। খালি লোকগুলো সমানভাগে ভাগ হলে ভালো হত এটাই তো বললাম', বলে মিকি।

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ে এলেইন। ঢোকে নিজের ছোট্ট অফিসরুমটাতে। ছোটো একটা ডেস্কে ধরে এমন একটা অফিস। সেখানে বেনজো অপেক্ষা করছিল। ধবধবে সাদা একরাশ চুল মাথায় চোখের নিচে কালি আর ভাঁজ।

'ভালো সামলেছ এলেইন।' বলে বেনজো।

'আপনি শুনেছেন ?'

'হ্যাঁ, আসলে লিস্টটা ওভাবেই অফিস থেকে এসেছে।'

'আমি বানাইনি। অফিস থেকে লিস্ট আসার ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে আমাকে।'

'আমাদের কিছুই করার নেই। অফিসের মতোই আমরা তাহলে কাজ করা শুরু করি।'

'কিন্তু কেন এলেইন ?'

'কী কেন ?

'লিস্টটা অফিস কেন বানাল ?'

'অফিস আপনাকে কিছু জানায়নি বেনজো ?'

'না তো।'

'তাহলে ওরা ব্যাপারটা আপনাকেও জানতে দিতে চাইছে না।'

'হতে পারে। তুমি কী জান ?'

'তারা যদি ব্যাপারটা আপনাকে না জানায় আপনার কি জানতে চাওয়া উচিত ? যেটাই হোক ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব স্পর্শকাতর। আচ্ছা খেয়াযান কি পৌঁছেছে ?' বলে এলেইন।

'নামল বলে।'

'তাহলে ঠিক আছে আপনি আমার ট্যুরিস্টদের অন্যদের আগে নিয়ে আসুন। কাজ শুরু করবার আগে ওদের সম্পর্কে আমার একটু ধারণা নেয়া দরকার। ওদের ভিআইপি হবার কথা। ওদের সাথে তো পান থেকে চুন খসলেই সমস্যা। আমি চাই না ব্যাপারটায় ভজঘট লাগুক।'

banglainternet.com

বেনজো তিক্ত স্বরে বলে, 'অফিস আমাকে ভেতরের ব্যাপারটা জানালেই ভালো হত। পুরো ব্যাপারটায় আমি অন্ধকারে, কিছু হলে আমার কিন্তু কোনো দায়দায়িত্ব নেই।

'ব্যাপারটা আমার হাতে থাকলে আপনার কথাটা মেনে নিতাম। বিশ্বাস করুন ঝামেলাটা যাই হোক এর মধ্যে আমি থাকতে চাইনি। আপনি কি আমার হয়ে কাজটা করবেন ?'

'অফিস থেকে বিশেষভাবে তোমার কাছে এসেছে কাজটা। এটা এখন তোমার ব্যাপার আমি নাক গলাতে চাই না। ওদের দেখতে চাইলে আমার অফিসে এনে বসাতে পার। এই ফাঁকে আমি আশপাশে থেকে ঘুরে আসব।'

৪.

একটু চিন্তিত মুখে দরজার কাছেই বেনজোর ডেস্কের কোনায় বসা এলেইন। বসে পা দোলাচ্ছে, এটা তার অভ্যাস। গতকাল রাতের আগেও ঝামেলাটা কাঁধে নিতে চায়নি এলেইন। কোনো ঝামেলায় থাকলে রাতে তার ঘুম কম হয়। আর ট্যুরিস্টদের সাথে ঝিমুনি নিয়ে একটা দিন কাটান প্রায় অসহ্য একটা ব্যাপার।

এখন আর ঝামেলা অস্বীকার করার কোনো রাস্তা নেই। সমস্যাটা হচ্ছে পাঁচজন মানুষ, তাদের উপগ্রহ ভিন্ন। তাদের মধ্যে একজন (সম্ভবত) পৃথিবীর মানুষ কিন্তু অভিনয় করবে উপগ্রহবাসী হিসেবে। সেই লোকটার অবশ্যই নিজের কাজটা ভালো বোঝার কথা। এমন কিছু কি আছে যা নিয়মিত চর্চা করেও উপগ্রহবাসীর মতো করা যাবে না ?

পুরো বিষয়টা এলেইনকে অস্থির করে তোলে।

উপগ্রহগুলোকে যতটা সম্ভব পৃথিবীর মতো করার চেষ্টা করা হয়েছে। পৃথিবীর সমান অভিকর্ষ এখানে তৈরি করা হয়েছে এবং পৃথিবীর মানুষ এখানেও পৃথিবীর মতো স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবে।

শুধু স্পোকগুলো উপরের অভিকর্ষ কমে যায়, ওখানে হয়তো পৃথিবীর লোকটা ঘুম ঘুম অনুভব করবে যদিও যে কোনো উপগ্রহবাসীরও তাই করার কথা।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঠিক যতটুকু অক্সিজেন উপগ্রহের বায়ুমণ্ডলেও ঠিক তাই শুধু নাইট্রোজেন ছাড়া। পৃথিবীর বাতাসে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে উপগ্রহগুলোতে তার অর্ধেক। এটাও যে সেই পৃথিবীবাসীর জন্যে সমস্যা হবে তাও না। পৃথিবীতে অনেক পর্বত আছে যেগুলোর উপরে বায়ুচাপ আর অক্সিজেন দুটোই কম।

উপগ্রহবাসীরা সাধারণত পৃথিবীবাসীদের চেয়ে খাটো হয়। উপগ্রহের পথগুলো পৃথিবীর মতো লম্বা চওড়া না আর দিগন্ত রেখার ব্যাপারটাও উপগ্রহের ক্ষেত্রে বেশ আলাদা। এই ব্যাপারগুলো পৃথিবীর যে কোনো মানুষের পক্ষেই কোনো উপগ্রহ থেকে মানিয়ে নেয়া সহজ। যদি আসলেই কোনো ঘাতক থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে কোনো উপগ্রহে অনেকটা সময় জুড়েই রাখা হয়েছিল। হতে পারে হয়তো গামাতেই রাখা হয়েছিল। যদি অন্য কোনো উপগ্রহে তাকে রাখা হয় তাহলে গামা সম্পর্কে সে পুরোটাই অন্ধকারে আর যদি গামাতেই রাখা হয় তাহলে হয়তো পুরো গামাটাই সে চেনে এখন শুধু স্যাবোটাজ করাটাই বাকি। অবশ্য একথাও নিশ্চিত না যে অন্য উপগ্রহের লোকগুলো গামা সম্পর্কে অন্তত কিছু পড়েওনি। পড়লেও অনেক কিছু জানা যায়।

এই প্রতিটি উপগ্রহগুলোর নিজস্ব সামাজিক আর ব্যক্তিগত আচরণ ভিন্ন ভিন্ন। যতই অনুশীলন করুক কোনো পৃথিবীবাসীর পক্ষে এটা পুরোপুরি নকল করা সম্ভব নয় ?

এসব ভাবতে ভাবতে ডেস্কে ঝুঁকে ওয়ার্কশিট পড়া শুরু করল এলেইন। পাঁচটা উপগ্রহ, এদের বয়স অনুযায়ী তালিকা করা। প্রথমে ডেল্টা তারপর এপসিলন, থিটা, লোটা এবং কাপ্পা। প্রত্যেকটাতেই তার ঘোরা হয়েছে। কোনো মানুষের সমাজব্যবস্থা পুরোপরি না বুঝলে মানুষটাকে বোঝা কঠিন আর একজন ট্যুরিস্টকে বোঝাটাই হচ্ছে ট্যুরিস্ট গাইডের প্রথম কাজ।

ডেল্টা মোটামুটি একটা উপগ্রহ। সবগুলো মানুষ কেমন যেন কাজ পাগল। একঘেয়ে সুরে কথা বলে। লোকগুলো লম্বা হয় আর ত্বক ফর্সা। কিন্তু এটা তো ব্যাপার না। লম্বা মানুষ অন্য উপগ্রহেও আছে যেমন আছে খাটো আর কালো। শারীরিক দিক দিয়ে চিন্তা করা যাচ্ছে না।

banglainternet.com

এপসিলন ঘনবসতিপূর্ণ উপগ্রহ। এখানে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। লোকগুলো খাটো আর মোটা। পৃথিবীর পূর্ব এশিয়ার লোক এই উপগ্রহেই সবচেয়ে বেশি।

থিটা পুরোপুরি কৃষিপ্রধান উপগ্রহ। অন্য উপগ্রহে সাধারণত তিনটি ব্লক কৃষিকাজের জন্যে নির্ধারিত কিন্তু থিটাতে ছয়টা ব্লকে চাষবাস করা হয়। এই একটা মাত্র উপগ্রহে গরু ছাগল ভেড়ার উপর বেশ জোর দেয়া হয়েছে। ওদের আছেও প্রচুর।

উপগ্রহে যে পাঁচটি নতুন সিম্ফানি তৈরি হয়েছে তার তিনটাই থিটাবাসীদের অবদান। তার মানে এই নয় যে ওরা সবাই খুব সঙ্গীতবোদ্ধা। এমনো হতে পারে হয়তো শতকরা ৯৫ জনই সুর সম্পর্কে কিছুই জানে না। হয়তো এই ৯৫ জনের একজনই আমাদের ঘাতক।

লোটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তি রপ্তানিকারক উপগ্রহ। যদিও সবকটা উপগ্রহেই নিজস্ব পাওয়ার স্টেশনে সৌরশক্তি ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করে কিন্তু লোটাতে তাদের কলোনির চেয়ে বড় হচ্ছে পাওয়ার স্টেশন। সৌরশক্তি ব্যবহার করে মাইক্রোওয়েভে রূপান্তর করার পর একটা বড় অংশ ওরা পৃথিবীতে পাঠায়। এ কারণে পৃথিবীর সাথে ওদের যোগাযোগ এবং সম্পর্ক অন্য উপগ্রহগুলোর চাইতে ভালো আর ওরা পৃথিবী থেকে নানারকম সুবিধাও পায়। এ কারণে বাকি বারোটা উপগ্রহের চেয়ে স্বাধীনতার বা জোটের ব্যাপারে ওদের উৎসাহ সবচেয়ে কম। একজন লোটাবাসী কী পৃথিবীর হয়ে কাজ করবে ? কিংবা পৃথিবীর এজেন্টটাকে কি লোটাবাসীর ছদ্মবেশ দেয়া হবে ? ওরাও নিশ্চয়ই জানে যে আমরা ওদের মধ্যকার সুসম্পর্কে কথা মাথায় রেখে লোটার লোকটার উপরেই বেশি চোখ রাখব।

কীভাবে বের করা সম্ভব ? অস্থিরভাবে ভাবতে থাকে এলেইন।

কাপ্পার লোকজন খুব সংস্কৃতিমনা আর ওদের অনেক অবসর সময়ও থাকে। কাপ্পাই উপগ্রহগুলোর মধ্যে ঘোরাঘুরি করার জন্যে আদর্শ জায়গা। অন্তত এলেইনের তাই মনে হয়েছে।

আসল লোক আর নকল কীভাবে বের করা সম্ভব ? উপগ্রহের লোকজনের আকার আকৃতি যদি ধরা যায় তাহলে বলা যায় পৃথিবীরও সেসব আকার আকৃতির মানুষ আছে।

তবে এটা নিশ্চিত ঘাতক যেই হোক না কেন সে কিছুইতেই উপগ্রহগুলোর স্বাধীনতা বা জোটের পক্ষে মনোভাব নিয়ে আসবে না। এমনও হতে পারে স্বাধীনতার বিরোধী মনোভাব চেপে নিয়ে সে স্বাধীনতার পক্ষেই মতামত দেবে। তার এটাও মনে হতে পারে এই মনোভাবটাই একটা সন্দেহের বিষয়। হয়তো লোকটা জানে না তাকে খোঁজা হচ্ছে কিংবা হয়তো জানে। পুরো ব্যাপারটা এলেইনের মাথায় জট পাকিয়ে যায়।

এরচেয়ে কোনো সূক্ষ্ম ব্যাপার কী চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে ? পুরো স্বাধীনতা বা জোটের ব্যাপারটা আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তির আবেগের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে অন্তত ২০৭৬ সালের ব্যাপারে কি কোনোকম অস্থিরতা দেখাবে লোকটা ? কিংবা আমেরিকা বিরোধী কোনো মনোভাব দেখাবে ?

হয়তো অন্য উপগ্রহের লোকগুলোর এ ব্যাপারে কোনো মতামতই থাকবে না।

এলেইনের চিন্তার অর্থহীনভাবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকে।

জানোস আবার এদিকে বলে দিয়েছে কোনোভাবেই ব্যর্থ হওয়া যাবে না।

ঠিক এই সময় দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল বেনজো।

'তোমার লোকজন এসে গেছে। ভালো থেক।' ভালো থেক শব্দ দুটোর উপর একটু বেশি জোর দেয় বেনজো। এলেইন নিজেকে আবার গোছাতে শুরু করে সাথে ভাবনাগুলোও।

৫

সবাই এলেইনের সামনে লাইন ধরে দাঁড়ান। মুখে প্রসন্ন হাসি নিয়ে আস্তে আস্তে এলেইন কথা বলা শুরু করে।

'আমি এলেইন। আর পরিবারের টাইটেল হচ্ছে মেট্রো। আমাদের গামাতে সাধারণত নামের প্রথম অংশ ধরে ডাকা হয়। আপনাদের যেটাতে সুবিধা সেটাতেই ডাকতে পারেন।'

banglainternet.com

ডেল্টার লোকটার মুখে অসমর্থনের ছায়া পড়ে। লম্বা লোকটার কাঁধ বেশ চওড়া। তার মাথায় পড়া খাড়া টুপিটাতে তাকে আরো লম্বা লাগে। স্লেট গ্রে রঙের কোট নেমে এসেছে কোমর ছাপিয়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। ভারি বুটে পা টেনে হাঁটে আর হাঁটার সময় লম্বা হাত দৃঢ়ভাবে মুঠি পাকান থাকে।

চার্ট থেকে প্রত্যেকের নাম জেনে নিয়েছে এলেইন। ওর নাম স্যান্ডো সানসেন।

সানসেন কর্কশ আর একঘেয়ে সুরে বলে উঠে, 'আপনার বয়স কত ?'

'আমার চব্বিশ চলছে মিস্টার সানসেন।' ডেল্টায় নিয়ম হচ্ছে নামের শেষের অংশ ধরে ডাকা, তাই করল এলেইন।

'মাত্র চব্বিশ বছর বয়স আপনার, আপনি আপনার নিজের উপগ্রহের কতটুকু জানেন যে আপনি আমাদের গাইড হয়েছেন ?' একঘেয়ে স্বরে প্রশ্ন সানসেনের এইরকম নির্বোধের মতো কথা ডেল্টার লোকগুলোই বলে। ডেল্টা অধিবাসী হতে গিয়ে কি একটু বেশি অভিনয় করে ফেলছে বেচারা ? ভাবে এলেইন।

হাসি আর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে জবাব দেয় এলেইন। 'আমার ধারণা আমি যথেষ্ট জানি আর আমি আমার কাজে যথেষ্টই দক্ষ। আমার গ্রহের সরকার অন্তত আমার উপর এই বিশ্বাসটুকু রাখতে পেরেছে যে গামার জীবনযাত্রা অথবা অন্য যেকোনো বিষয় আপনারা যতটা জানতে চান, দেখতে চান আমি আপনাদের তা জানাতে বা দেখাতে পারব।'

র‍্যাভন জি আন্দোর কাপ্পার মানুষ। উচ্চতা মাঝারি, চমৎকার করে ছাঁটা চুল। স্বাভাবিকভাবে চুল যতটা ব্লন্ড হয় তারচেয়ে বেশি ব্লন্ড, কোনোভাবেই তার কালো চোখ আর কালো চামড়ায় মানায় না। গায়ে অতিরিক্ত গহনা আর গায়ে তীব্র গন্ধের পারফিউম।

র‍্যাভন জি আন্দোর সরাসরি এলেইনের চোখের দিকে তাকায়। ধরা গলায় বলে', তার মানে হচ্ছে আমরা যা চাই তা আপনি দিতে সক্ষম। আমার তো মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনি নিশ্চয়ই স্বয়ং গামার চলমান জীবনযাত্রার প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সামনে, তাই না ?'

কাপ্পার লোকজন এভাবেই প্রশংসা করে, জানে এলেইন। কাপ্পার নাম ডাকার নিয়মটা মাথায় আসে এলেইনের।

'র‍্যাভন জি, আমি এই মুহূর্তে ততটা হয়তো পারব না, তবে সময় নিশ্চয়ই আসবে তাই না ? তখন চেষ্টা করব গামার যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সামনে নিজেকে তুলে ধরার।'

থিটার বাসিন্দা একজন মহিলা মেডজিম নাবেলান। বেশির ভাগ থিটার মানুষের মতো তার ত্বক কুচকুচে কালো, ইলাস্টিক দিয়ে চিবুকের সাথে আটকান। চওড়া কার্নিসের টুপির আড়ালে কোকড়ানো কালো চুল। গায়ে চওড়া স্ট্রাইপের কাপড়ের জামা।

'আরে মেয়ে চল তো, তাড়াতাড়ি শুরু করি এই কাপ্পার কনকচানি ভালো লাগছে না। গুঙিয়ে উঠে মেডজিম নাবেলান। কথাটা শুনেও সানসেনের মুখে হাসি লেগেই থাকে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে এলেইন।

ঘাতক ছেলে না মেয়ে তার ঠিক নেই, হতে পারে সাদা কিংবা কালো। একজন মানুষের কাজ যদি হয় একটা উপগ্রহে আক্রমণ করা তাহলে দেরি হলে অস্থিরতা তার আসতেই পারে।

লোটার অধিবাসীর নাম ইয়েভ অ্যাবড্যারামান। এই গ্রুপের আরেক মহিলা। ছোটোখাটো দেখতে, বয়স অল্প। খয়েরি জামায় তাকে চমৎকার লাগছে। এটা খুব সম্ভবত মেয়েটাও জানে তাই তার সবই খয়েরি রঙে ম্যাচ করা।

'পুরোপুরি ভিন্ন উপগ্রহের লোকদের একটা দলে দেয়া খুব বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার হয়েছে। তার উপর যদি আমরা ঝগড়া করি তাহলে তো কিছুই হবে না।' ঘুম ঘুম স্বরে বলে ইয়েভ অ্যাবড্যারমান।

'না না তা হবে কেন ? ইয়েভ আপনারা যদি আলাদা করে আপনাদের আগ্রহের ব্যাপারগুলো আমাকে জানাতেন তো আমার সুবিধা হত।'

'চলুন শুরু করা যাক।' বলে এপসিলনের অধিবাসী উ কাই সী। 'আমরা কী জানতে চাই তা তো যেতে যেতেই বলা যায় অযথা সময় নষ্ট করার দরকার কী ?' ছোটোখাটো, গোলগাল মানুষ উ কাই সী, চীন বা জাপানের মানুষগুলোর চাইতেও চোখ আরো বেশি ছোটো। কথা

banglainternet.com

বলে আধো বোলে বাচ্চাদের মতো। স্কার্টের মতো একটা জামা পরনে প্রায় মেঝে ছুঁয়ে গেছে।

আরেকজন অস্থির মানুষ ভাবে এলেইন।

'আমরা এখন গামার আবাসিক এলাকায় আছি। আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে হাঁটা দিয়ে শুরু করতে পারি। এখানে গামার স্থাপত্যশিল্পের চমৎকার কিছু উদাহরণ আছে।'

তারা অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটা শুরু করে। দলে সেই থাকে সবার আগে। পেছনে পাঁচজন মানুষ। চারজন হয়তো উপগ্রহের আরেকজন হয়তো পৃথিবীর। সবাইকেই সন্দেহ হতে থাকে এলেইনের কিন্তু নির্ধারিত মানুষটিকে খুঁজে বের করার মতো যথেষ্ট দোষ সে কারোই দেখতে পায় না।

উপগ্রহের থাকা মানুষগুলোর এমন সূক্ষ্ম অথচ প্রকাশ্য কিছু নিশ্চয়ই আছে যা কোনো পৃথিবীর মানুষ আয়ত্ত করতে পারবে না, কোনোভাবেই না, সেটা কী ? আকৃতি নাকি অন্যকিছু ? মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলতে থাকে এলেইনের। হাতে সময় বড্ড কম।

চিন্তা ছাড়া কাজে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করে এলেইন। 'এই হচ্ছে গামা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন, চার বছর আগে বানান। এতে বক্রতার একধরনের বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে যাতে এটাকে অনেক বড় দেখায়।' যান্ত্রিকভাবে বলে চলে এলেইন কিন্তু এই বক্রতার বিভ্রান্তি তার চিন্তাভাবনাকে অন্যদিকে নিয়ে যায়।

৬.

তারা হেলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে গামার ছোটো ছোটো বাড়িগুলোকে পাশ কাটাতে থাকে। প্রতিটি বাড়ির ডিজাইন ভিন্ন, সামনে সবুজ লন আর বাড়িগুলোর মাঝখানে মাঝখানে হালকা ধাঁচের বেড়া দেয়া। বাড়িগুলোর এই সেকশন অ্যাপার্টমেন্ট সেবাশন থেকে পুরোপুরি আলাদা। বাড়িগুলো ছাড়া ছাড়া ভাবে পাশাপাশি থাকে আর অ্যাপার্টমেন্টগুলো অনেকটা স্তূপের মতো।

'আমাদের সামনে বায়ুরোধী এয়ারলক আছে, তারপরই আমাদের কৃষিবিভাগ শুরু।' বলে এলেইন।

'আপনাদের এখানের এয়ারলকগুলো খোলা কেন ? ভুল করে করা হয়েছে নিশ্চয়ই ?' স্যানসেল বলল।

'ঠিক তা নয়। এটা পুরোপুরি অটোমেটিক। এর ভেতরে বায়ুচাপ যদি কোনো উল্কাপাত বা অন্য কোনো আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণে কমে যায় তাহলে এয়ারলকগুলো বন্ধ হয়ে যায় পুরো ছয়টা সেক্টরকে আলাদা করে ফেলে। রাতে অবশ্য এই কৃষিবিভাগের এয়ারলক বন্ধ রাখা হয় যাতে এখানকার আলো আবাসিক এলাকায় ঢুকতে না পারে।'

'যদি উল্কাপাত এই এয়ারলকের যন্ত্রপাতির উপর হয় তাহলে কী হবে ?' তাচ্ছিল্যের সাথে প্রশ্ন করে র‍্যাভন জি।

'এটা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম তাও যদি ঘটে আমাদের ক্ষয় ক্ষতি হবে যথেষ্টই কম। এয়ারলক যন্ত্রপাতির মূল অংশের আলাদা আলাদা দুটি কপি আছে একেবারে গামার দুই প্রান্তে। প্রতিটি কপিই আলাদাভাবে এই এয়ারলক মেকানিজম চালাতে পারে।'

৭

পুরো কৃষি বিভাগ ঘোরার সময় র‍্যাভন জির কোনো আগ্রহই দেখা গেল না। রিসাইক্লিং সেন্টারে ঢোকার সময় তার চেহারায় অসন্তোষের ছায়া পড়ে।

'আমার ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। এনিমেল ওয়েস্টেজ আমার কাছে খুব একটা সুন্দর দৃশ্য না।'

'আপনাদের কাপ্পাতেও তো প্রাণিজ বর্জ্য রিসাইকেল করা হয়। কোনো পৃথিবীবাসীই রিসাইক্লিং সেন্টারে যেতে চায় না।'

এলেইন সর্বোচ্চ চেষ্টা করে চোখ থেকে সতর্ক ভাবটা দূর করতে। 'আমার সামনে তো আর করা হয় না। আর আমি ইঞ্জিনিয়ারিং আর স্ট্যাটিসটিকস সম্বন্ধে কিছুই জানি না। শোনো মেয়ে আমি বাইরে আছি তুমি ওই ডেন্টার লোকটাকে নিয়ে যাও, দেখ না ব্যাটা জুতো পরে পুরো তৈরি। সাথে বাকিদেরও নিয়ে যাও। আমি যাব না।'

banglainternet.com

'আমি আপনাদের সমস্যাটা বুঝতে পারছি কিন্তু তাতে ঝামেলা হবে আমার। অফিস ভাববে আমি আপনাকে ভাগিয়ে দিয়েছি। প্লিজ আসুন, আমি আপনার হাত ধরছি', সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এলেইন।

এইরকম তেল দেয়া কথাবার্তা কোনো কাপ্পাবাসীর পক্ষে এড়ান অসম্ভব। র‍্যাভ জির মুখে তীব্র অসন্তোষ ফুটে উঠে যদিও মুখে বলে 'তোমার মতো সুন্দরী পাশে থাকলে অবশ্যই হাঁটু সমান গোবরেও হাঁটা যায়।'

এলেইনের যদিও মনে হয় না র‍্যাভন জির আসলেই ইচ্ছে আছে যাবার।

রিসাইক্লিং সেন্টার র‍্যাভন জির পাশে পাশেই থাকল এলেইন। র‍্যাভেনের কথা মতো এত বাজে অবস্থা না সেন্টারের। পুরো প্রক্রিয়াটাই চোখের আড়ালে আর যন্ত্রনির্ভর। অন্তত র‍্যাভন জির চেহারায় যে অসন্তোষ ফুটে উঠে তা হবার মতো কিছুই সেন্টারে নেই, শুধু হালকা বাজে গন্ধ ছাড়া।

সবকিছু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল শুধু স্যানসেন। পেছনে হাত দিয়ে গম্ভীর মুখে হাঁটে সে আর উ কাই সী পুরো অনুভূতিশূন্য শুধু নোট নিচ্ছে, পাশ দিয়ে যাবার সময় এলেইন নোট পড়ারও চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্বোধ্য এপসিলনের লেখা সে পড়তেই পারে না।

তখনো র‍্যাভন জি এলেইনের হাত ধরে থাকে। 'তুমিই বলো এলেইন এই রিসাইক্লিং প্রক্রিয়াটা কি খুব জরুরি ?' বলে র‍্যাভন জি।

'অবশ্যই জরুরি এমনকি আরো বিরাট আকারে পৃথিবীতেও জরুরি।'

কাপ্পার কোনো ভদ্রলোক এ ব্যাপারে কিচ্ছু জানে না আমি বাজি ধরতে পারি। এলেইনের শেষ কথাটায় কোনো মন্তব্য করলেন না র‍্যাভন জি।

'আপনি কাপ্পাতে কী করেন ?'

'আমি নাট্য সমালোচক। তোমাদের এখানকার নাটকের মঞ্চ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখব আমাদের কাগজে, এজন্যেই এখানে আসা।'

'আপনি তাহলে আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তিতে নাট্যসপ্তাহে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই ?'

'নাট্যসপ্তাহ ?' র‍্যাভনজির চেহারা কেমন ফাঁকা হয়ে যায়।

'আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তি।' বলে এলেইন।

অস্পষ্টভাবে বলে র‍্যাভন, 'কই জানি না তো। আচ্ছা তোমাদের মঞ্চ নাটক কোথায় হয় ?'

র‍্যাভন জির না জানার ব্যাপারটা কি অভিনয় ? নাকি সে আসলেই তিনশো বছর পূর্তির কিছুই জানে না ?

'চার নম্বর সেকশনে নাটক হয়। উপগ্রহের উল্টো পাশে।'

র‍্যাভন জি সাগ্রহে উপরের দিকে তাকায়, একজন স্বাভাবিক উপগ্রহবাসীর মতোই।

'আমরা ওখানেই যাব নিশ্চয়ই। কী বল ?' এই উপরে তাকানোর ব্যাপারটা হঠাৎই মাথায় আসে এলেইনের। এটা কি কোনো সূত্র হতে পারে ?

৮

'আচ্ছা গাইড আপনাদের এই গবাদিপশুর এলাকায় কোনো প্রাণীই তো দেখছি না।' রূঢ়ভাবে বলে মেডজিম নাবেলান।

'আমাদের অল্পকিছু গবাদিপশু আছে তাও এখানে নেই। গবাদিপশু আমাদের আসাশ্রয়ী মনে হয়। খরগোস আর মুরগি এর চেয়ে দ্রুত আর অধিক পরিমাণে প্রোটিন দিতে পারে।

'বাজে কথা বলবেন না। আপনারা জানেনই না কী করে গবাদিপশু ব্যবহার করতে হয়। আপনাদের ব্যবহারের প্রক্রিয়াটা তো অনেক প্রাচীন।'

'আপনার কথাগুলো আমাদের কৃষি অধিদপ্তরের খুব কাজে লাগার কথা।' শান্ত স্বরে বলে এলেইন।

'আমারও তাই মনে হয়। কৃষি অধিদপ্তরের কাজেই আমি এখানে এসেছি। অন্য কোথাও ঘোরাঘুরি করলে আমার স্রেফ সময় অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমাকে বলুন আপনাদের কৃষি অধিদপ্তরটা কোথায় ?' তাড়া দেয় নাবেলান।

banglainternet.com

'আপনি দল ছেড়ে গেলে আমার সমস্যা হবে। আমার অফিস ভাবতে পারে আমি আপনাকে ভাগিয়েছি।'

'বুদ্ধু নাকি ?' নাক কুঁচকে বিরক্ত স্বরে বলে নাবেলান। 'কৃষি অধিদপ্তরটা কোথায় তাই বলুন।'

'উল্টো পাশে।' বলে এলেইন। এবার সে রীতিমতো হাত উঠিয়ে উপরে দেখায় এলেইন সাথে সাথে নাবেলানও উপরে তাকায়। 'আপনি যদি চলে যান তাহলে দলটা ভেঙে যাবে। থাকুন প্লিজ।' অনুনয় থাকে এলেইনের গলায়।

মেডজিম নাবেলান বিড় বিড় করে কিছু বলেন কিন্তু তার জোরে ছাড়া দীর্ঘশ্বাসের জন্যে শোনা যায় না। দল ছেড়ে যাবার কোনো লক্ষণও তার মধ্যে থাকে না।

এলেইন আবার তার স্বভাবসুলভ শান্ত গলায় বলা শুরু করে।

'আমাদের কৃষি বিভাগে পুরো চব্বিশ ঘণ্টাতেই প্রতিফলিত আলো ফেলা হয় আর আবাসিক এলাকাগুলোতে দৈনিক ষোলো ঘণ্টা আলো আর আট ঘণ্টা অন্ধকার থাকে।

গামার সবাই কি এক সময়ে ঘুমায় ?' উ কাই সী জিজ্ঞেস করে।

'না তো। যার যখন ডিউটি থাকে না তখন ঘুমায়। কিছু লোককে তো রাতের শিফটে কাজ করতেই হয়।'

'প্রতিটি আবাসিক এলাকার নিজস্ব সূর্যালোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই অর্থহীন ঐক্যের কোনো মানে হয় না।' বলেই আবার নোটবুকে লেখা শুরু করে উ কাই সী।

'এপসিলনে শুধুমাত্র দিন রাতের নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানটাকে মানা হয় না। রাতের সময়টুকু সৌরালোকের নিরবচ্ছিন্ন শক্তি গ্রহণটাকে কমায় এটা অন্তত উপগ্রহের তাপমাত্রাটাকে সহনীয় মাত্রায় রাখে।' ইভ অ্যাবডারম্যান উঁচু আর পরিষ্কার সুরে বলে।

'একদম না। আপনার যদি ধারনা হয় এপসিলনে গরম থাকে বেশি তাহলে আপনি ভুল করছেন। দিনরাতের মাঝখানে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধান রক্ষা করা হচ্ছে অর্থহীনভাবে পৃথিবীকে অনুসরণ করা।' উ কাই সী বলে চলে।

এলেইনের শরীরে কোথাও টিকটিক করে কিছু একটা বোঝাতে চায়। এলেইন ধরতে পারে না। তার শুধু মনে হয় লোকটা পৃথিবীকে অস্বীকার কেন করতে চাচ্ছে ? নিজের পরিচয়টা লুকাতে ?

'আমার মনে হয় না আমাদের পৃথিবীর ঐতিহ্য অস্বীকার করা উচিত। এ বছর আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তি আর এ সুযোগে যদি আমরা আমাদের উপগ্রহগুলোর ...' কারো কোনো আগ্রহ না দেখায় চুপ করে যায় এলেইন।

ইভ একবার এলেইনের দিকে তাকিয়ে উ কাই সীর দিকে তাকায়। 'আমি এপসিলনে গিয়েছিলাম ওখানে যথেষ্টই গরম।' ইভের অভিযোগ।

'আপনার মতো সবার নিশ্চয়ই তাপমাত্রা নিয়ে এত বেশি মাথাব্যথা নেই।' কঠিন গলায় বলে উ কাই সী।'

'চলুন এগুনো যাক। উপগ্রহের অন্যপাশে যেতে হবে। এবার হাত উপরে তোলে এলেইন সাথে তারাও উপরে তাকায়। আমাদের চেয়ে অন্যরা এগিয়ে গেছে।

'এই রিসাইক্লিং সেন্টারের পুরোটা কম্পিউটারাইজড। আমার মিশনে এটার গুরুত্ব অনেক। আপনাদের সরকার কি এখানে বাইরের মানুষের উপস্থিতি অনুমোদন করে ?' ইভের প্রশ্ন।

'আমার মনে হয় আপনারা এই অধিদপ্তরে কথা বললেই জানতে পারবেন। আগ্রহীদের তো সরকার নিরাশ করবে না মনে হয়।' এলেইন বলে।

মিশন শব্দটা যদিও এলেইনের কানে খট করে লাগে। শব্দটি কি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস জানিয়ে দিচ্ছে নাকি কোনো চিন্তা না করেই কথাটা বলেছে ? এলেইনের মনে নতুন চিন্তার উদয় হয়। মাত্র পাঁচ ফুট আকৃতির এই মহিলা। আসলে পাঁচ ফুটের আকার কি তার মিশনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ?

স্যান্ডো সানসেন অনেকটা অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করে মিস এলেইন, 'আর কতদূর ?'

'খুব বেশি না। আপনি আলাদা করে কি কিছু খুঁজছেন ?'

'পাওয়ার স্টেশন। শোনো মেয়ে আমি ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। এই ফসলের ক্ষেত আর মাছের খামার আমার বিষয় না।'

banglainternet.com

'আমি নিশ্চিত না আমাদের পাওয়ার স্টেশনে ট্যুরিস্ট ঢোকার ব্যাপারে।' অনিশ্চিত স্বরে বলে এলেইন।

'আমি ট্যুরিস্ট নই। আমি আমার সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি।' গর্ব ফুটে উঠে স্যাডো সানসেনের গলায়।

'তা তো অবশ্যই। আমরা এখন স্পোকের ভেতর দিয়ে আমাদের হাসপাতাল এলাকা দেখতে যাচ্ছি। আমাদের চিকিৎসা সুবিধা অন্য যে কোনো উপগ্রহের চেয়ে ভালো। ওখানেই আমি অফিসে কথা বলে নেব পাওয়ার স্টেশনে ঢোকার ব্যাপারে। হাসপাতালের পরই পাওয়ার স্টেশন।'

ঠিক আছে বলে সানসেন যদিও, চেহারায় সন্তুষ্টির কোনো ছাপ পড়ে না।

৯

প্রতিটি স্পোকের মাঝেই হাসপাতাল এলাকা আছে। মোট ছয়টা হাসপাতাল। তারা ওই মুহূর্তে যে স্পোকে ছিল তা অন্য সবকয়টার চেয়ে উঁচু। এখানে নিম্নমাত্রার অভিকর্ষে বায়োলজিক্যাল গবেষণা চালান হয়।

অভিকর্ষেও সব ট্যুরিস্টকেই অভ্যস্ত লাগে। স্বাভাবিকের চেয়ে এক-চতুর্থাংশ কম। শুধু নাবেলান একবার হোঁচট খায়। সানসেন একবার দ্রুত হাঁটতে গিয়ে আবার সামলে নেয় পড়ে যাবার আগেই। এলেইনও এখানে মাঝে মাঝেই ভুল করে বড় বড় পা ফেলে।

'আমি নিশ্চিত এ জায়গাটা আপনাদের ভালো লাগবে। এই নিম্ন মাত্রার অভিকর্ষে আমরা যে গবেষণা করছি তা পৃথিবীতেও করা যায় না এবং এই গবেষণায় আমরা অন্য যে কোনো উপগ্রহের চাইতে অনেক এগিয়ে। এখন আমরা ল্যাবরেটরি ঢুকতে যাচ্ছি ওখানে এসিস্ট্যান্টরা আপনাদের সব ঘুরিয়ে দেখাবে।'

'মিস্টার সানসেন আর চারশো মিটার পরেই আমাদের পাওয়ার স্টেশন। আমি আপনার এন্ট্রি পারমিট নিয়ে আসছি।' বলছে এলেইন। এর মধ্যেই সবাই হাসপাতালে ঢুকে গেছে। বাইরে শুধু সানসেন আর এলেইন।

পারমিট আনতে উপগ্রহের অন্যপাশে যেতে হবে। হাত নেড়ে দিকটা দেখায়। হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়তে থাকে। এই ঘাতক হতে বাধ্য। ধরে ফেলার পর এলেইনের চোখ হয়ে উঠে উজ্জ্বল। সানসেনের চোখে তা ধরা পড়ে। ছোট্ট একটা মাত্র ভুল করেছে সে আর এতেই সব কভার নষ্ট হয়ে গেল তার।

দাঁড়াও সানসেনের গলা থেকে ডেল্টার কথা বলার টানটা চলে যায়। দ্রুত এলেইনের দিকে এগোয় সানসেন। বুলফাইটের ম্যাটাডরের মতো একপাশে আস্তে করে সরে যায় এলেইন। গলা দিয়ে নিজের অজান্তেই চিৎকার বের হয়ে আসে। মাথায় অজস্র চিন্তা ভর করে।

ও কি আমাকে মেরে ফেলবে ? আমার লাশের কী ব্যাখ্যা দেবে ও ? নাকি তার মিশন সফল করতে দু-একজনের মৃত্যু কোনো ব্যাপার না। মেরে ফেলার পরই কি সে পাওয়ার স্টেশনে ঢুকবে ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার আসতে থাকে সানসেন। তার পা হড়কে যায় কম অভিকর্ষের কারণে। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে দ্রুত সরে যায় এলেইন। থেমে দাঁড়ায় সানসেন। হাসপাতালের দরজা আর এলেইনের মাঝে এখন সানসেন। অভ্যস্ত হাতে দ্রুত মাথার হ্যাট খুলে ফেলে সানসেন। ছুড়ে ফেলে একপাশে। শরীরের পেশি দেখা যায়, মুখ হয়ে উঠে কঠিন। এই পিচ্চি মেয়েটাকে মেরে ফেলা তার মাত্র এক মিনিটের কাজ। সে এখন পুরোপুরি প্রস্তুত।

চিৎকার করতেও ভুলে গেছে এলেইন। সানসেনের দিকে চোখ তার, সানসেনেরও তাই। দুজনেই সমান সতর্ক, যেন একটা খেলা। এই মুহূর্তে নিম্নমাত্রার অভিকর্ষে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সানসেন।

ছোটোছোটো পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে সানসেন, এলেইন দ্রুত সরে যাবার চেষ্টা করে। অনেকটা হাওয়ায় গ্লাইড করে সানসেনের পেছনে চলে যায় এলেইন। দ্রুত খুব দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করে। ধাক্কাটা হজম করে আবার দাঁড়িয়ে যায় সানসেন। আবারও দরজা আর এলেইনের মাঝে সানসেন।

এলেইন দরজার দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করে, অনেকটা সাপের ছোবল দেবার মতো এলেইনের হাত ধরে ফেলে সানসেন।

এক মুহূর্তের জন্যে সব স্থির।

banglainternet.com

নির্দয় হাসি ফুটে উঠে সানসেনের ঠোঁটে। নিজের দিকে টেনে আনে এলেইনকে। চিৎকার করে উঠে এলেইন লাথি দেয় সানসেনকে। চুপ করে কোমরে হজম করে নেয় লাথিটা, প্রাণপণ চেষ্টা করে ছুটে যাবার কিন্তু শক্তিতে কিছুতেই কুলোয় না এলেইন।

ঠিক এই সময় একটা কালো হাত সানসেনের গলা পেছন থেকে পেঁচিয়ে ধরে। সানসেনের গলায় চেপে বসে তাকে সোজাভাবে দাঁড়াতে বাধ্য করে। এলেইনকে ধরা হাতের মুঠো হালকা হয়।

'ধন্যবাদ', ফিস ফিস করে বলে এলেইন।

মেডজিম নাবেলানের কালো চামড়া আরো কালো হয়ে যায় ঘৃণায়।

'ডেল্টার পশুটা কি কিছু করেছে ?'

'ও ডেল্টার মানুষ না।' বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে বলে এলেইন। চারপাশে লোক জমতে থাকে।

'কষ্ট করে পুলিশ ডাকুন। ওকে ছাড়বেন না নাবেলান।' বলে এলেইন। ধাক্কাটা সামলানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সে।

'ভয় পাবার কিছু নেই, ওকে ছাড়ব না। আপনি যদি বলেন তো ঘাড়টা ভাঙব।' মহিলার চোখে মুখে বোঝা যাচ্ছিল কাজটা তার পক্ষে করা সম্ভব।

সানসেনের দম বন্ধ হয়ে ততক্ষণে চোখ প্রায় কোটর ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছে।

'তার দরকার নেই। ওকে আমাদের জ্যান্ত দরকার।'

১০

জানোস এর সাথে প্রথম দেখা হবার দুদিন পর আবার জানোসের অফিসে যায় এলেইন।

'এরচেয়ে ভালোভাবে ব্যাপারটা শেষ বোধহয় আমিও করতে পারতাম না। সানসেনই সেই লোক। ডেল্টা তার ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব স্বীকার করেনি। ওদের দাবি সত্য না মিথ্যা তা আমরা এখন জানতে চাচ্ছি না তবে ওদেরকে জোটের ব্যাপারে চাপ দেয়া হচ্ছে। মেডজিম নাবেলানকে সব বোঝান হয়েছে থিটাতে গিয়ে জোটের

ব্যাপারে ওই কথা বলবে। পৃথিবী সরকার ব্যাপারটা নিয়ে বেশ বিব্রত। আমেরিকার তিনশো বছর পূর্তির অনুষ্ঠানও পুরো দমে এগুচ্ছে। কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকলেও আশা করছি এই ২০৭৬ সালের আবেগটাকে আমাদের জোট আর স্বাধীনতার ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারব। কিন্তু এলেইন আসল কথাটা বলো তো। কীভাবে বুঝলে ও নকল ?' হাসিখুশি মনে বকে চলে জানোস।

এলেইন বলল, আমি প্রথমেই বোঝার চেষ্টা করেছি এই উপগ্রহগুলোকে যদিও পৃথিবীর মতো তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে তারপরেও উপগ্রহে আসলে পৃথিবীর মানুষ কী ভুল করতে পারে ? একসময় গ্রহের বক্রতলের ব্যাপারটা মাথায় আসল। পৃথিবী বিরাট একটা গ্রহ আর এর উপরে থাকে মানুষ, দিগন্তরেখা পর্যন্ত মানুষের কাছে পৃথিবীটা সমতল মনে হয়। দিগন্ত রেখার পর পৃথিবী খুব আস্তে আস্তে নিচের দিকে বেঁকে যায়। আর আমরা যারা উপগ্রহে থাকি তারা থাকি উপগ্রহের ভেতরে, এটা বাঁকা হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে।

"পৃথিবীতে "দুনিয়ার আরেক পাশ" বোঝায় নিচের দিকে। এক্ষেত্রে খুব সম্ভবত পৃথিবীর কোনো লোক দুনিয়ার আরেকপাশ বোঝাতে হয় নিচের দিকে দেখাবে নয়তো কিছুই করবে না। কিন্তু এই উপগ্রহগুলোতে "দুনিয়ার আরেকপাশ" উপরের দিকে। শুধু আমরা না অন্য সব উপগ্রহবাসীরাও অন্যপাশ দেখাতে উপরের দিকেই দেখায়। আমি দেখাই, আপনি দেখান, সবাই দেখায় তাই না ?

'এটাকেই আমি ব্যবহার করেছি। যখনই আমি উপগ্রহের উল্টোপাশের কথা বলেছি আমি আঙুল দেখিয়েছি নিচের দিকে কিন্তু ওদের মধ্যে চারজন আমার আঙুলের দিকে না তাকিয়ে উপরে তাকিয়েছে। কারণ ওরা উপগ্রহে থাকে, ওরাও স্বাভাবিকভাবেই উল্টোপাশ বলতে উপরেই বোঝে। শুধু সানসেনকে যখন উল্টোপাশের কথা বলে আঙুল নিচে দেখালাম ও আমার আঙুলের সাথে নিচে তাকিয়েছে। যদিও খুব অল্প সময়ের জন্যে তাও এটা একটা ভুল। ছোটো হলেও একটা খুঁত। আমি একটা খুঁতই চেয়েছিলাম।'

জানোস বিস্ময়ে মাথা ঝাঁকায়।

banglainternet.com

'আমি নিজে হলেও এতটা সূক্ষ্মভাবে বোধহয় ভাবতে পারতাম না। যথাসময়ে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে।' বলে জানোস।

'তা বোধহয় খুব একটা জরুরি না। জোট আর স্বাধীনতাই আমাদের সবার জন্যে বোধহয় বড় পুরস্কার তাই না?' বলে হেসে উঠে এলেইন।

অনুবাদ : মানিস চন্দ্র দাস

banglainternet.com